aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

ইন্টারনেট সংস্করণ
আমার দেশ
সবার কথা বলে

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি রোধে চাই মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ও প্রজ্ঞাবান নেতৃত্ব

২০০৮-০২-২৭ : বায়েজিদ দৌলা

দ্রব্যমূল্যের 'অপ্রতিরোধ্য' ঊর্ধ্বগতিতে অসংখ্য সাধারণ নাগরিকের মতো আমিও শঙ্কিত। ভেবে দেখেছি তুলনামূলকভাবে আমার বাজারে যাওয়া বেশ কমে গেছে। বাজার-দোকান পারলে এড়িয়ে চলি। তবু একমাত্র শিশুকন্যার উচ্চারিত-অনুচ্চারিত আবদার কানে বাজে। 'আজ আমার জন্য কী আনবে, বাবা?' শিশুর দাবি। অগ্রাহ্য করা মুশকিল। ফলের দোকানেই যাই।

ক'দিন আগেও গেলাম। রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ বসে আছে অস্থায়ী ফল দোকানগুলো। বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন দাম। একটা দোকানে দাম অপেক্ষাকৃত কম মনে হলো। ফল দোকানিকে বললাম, এক কেজি আপেল দিন ভাই। বিক্রেতা কাগজের একটা বড় ভারি প্যাকেট দাঁড়িপাল্লায় তুলে দিল। ডান পাল্লাটা ঈষৎ হেলে গেল। সূক্ষ্ম কারচুপি! বললাম, 'ফল মেপে প্যাকেটে রাখুন।' দোকানির চোখ কপালে উঠে গেল। বলল, 'কন কী? প্যাকেট কি মাগনা পাইছি?' হক কথা মানতে নয়। তবু বললাম, 'কাগজের প্যাকেট আর আপেলের দাম তো এক নয়।' তার চোখে-মুখে বিরক্তি স্পষ্ট হলো। বলল, 'এত হিস্যাব কইরা মাল ব্যাচন যায় না।'

ধমক খেয়ে আমি চুপ। তার সুচতুর হাতে পছন্দসই আপেল প্যাকেটে ভরতে লাগল। লক্ষ্য করলাম, কয়েকটি আপেল আংশিক নষ্ট। বললাম, আমাকে বেছে নিতে দিন। নাটকীয়ভাবে কাজ বন্ধ করে সে আমাকে শক্ত গলায় বলল, 'বাইছ্যা মাল বেচি না। পছন্দ হইলে লন, না হইলে যান।' সাফ কথা। এরপর আর কথা চলে না। তবু ভাবলাম, টাকাটা তো সে ঠিক ঠিক বেছে নেবে।

অনতিদূরে র‍্যাবের একটা অস্থায়ী ক্যাম্প হঠাৎ চোখে পড়ল। মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। ক্যাম্পটা দেখিয়ে বললাম, 'র‍্যাব বললে বেছে বেচবেন? ডাকব ওদের?' ফল দোকানি থমকে গিয়ে মুহূর্তে তার ভোল পাল্টে অতি বিনয়ী গলায় বলল : 'ঠিক আছে, লন, স্যার। তবে স্যার, বাইছ্যা মাল আমি বেচি না। পোষায় না। যাউক, আপনারেই দিলাম। আইসেন, স্যার।'

তার দু'দিন পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এক ডজন সুদর্শন স্বাস্থ্যবান কমলা কিনে নয়টা ফ্রিজে রেখে দিলাম। পরদিন দেখি তিনটার গায়ে পচন। ফেলে দিলাম। তার পরদিন একইভাবে চারটা গেল। অবশিষ্ট দুটি দিয়ে হঠাৎ বেড়াতে-আসা এক বন্ধুকে আপ্যায়ন করতে গিয়ে খানিকটা অস্বস্তিতে পড়লাম। সুদর্শন কমলা দুটির ভেতরের অনেকটাই পচে গেছে। বন্ধু সাংবাদিক। বলল, ভেতরে নিশ্চয়ই 'কেমিক্যাল' পশু করা হয়েছে। দুর্নীতিতে বাজার সয়লাব।

বাজারে দুর্নীতি! বিস্ময় প্রকাশ এজন্য—দুর্নীতি করে সরকার। বাজার কেন দুর্নীতি করবে? উন্নয়ন তাত্ত্বিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এমন জনগুরুত্বপূর্ণ ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সোচ্চার নয় কেন? এমন দুর্নীতি-উর্বর ক্ষেত্র নিয়ে তাদের পরিবেশিত তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ নয় কেন? কারণ বাজার ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকে অকার্যকর করতে হবে যাতে যন্ত্রটি দুর্বল হয়ে পড়ে; এবং দুর্বল সেই কাঠামোর ফাঁক-ফোকর গলে ঢুকে পড়ে দুর্নীতির জীবাণু। ক্রমাগত সে গিলে ফেলে রাষ্ট্রীয় সম্পদ। এভাবে সংঘটিত হয় রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুণ্ঠন।

বিশ্ব ব্যাংকের 'নলেজ ব্যাংক'-এ জমা দুর্নীতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : 'সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলে।' ব্যাংকের মতে, চার ধরনের দুর্নীতি বিদ্যমান : এক. ঘুষ—সরকারি কর্মকর্তাকে প্রভাবিত করতে প্রদত্ত অর্থ বা সুবিধা; দুই. স্বজনপ্রীতি—কোনো সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক তার আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে প্রদর্শিত আনুকূল্য; তিন. শঠতা—প্রতারণার মাধ্যমে সরকারকে ঠকানো; এবং চার. আত্মসাত—সরকারি অর্থ ও সম্পদ চুরি। এছাড়াও ব্যাংক উল্লেখ করেছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতির কথা, যেখানে সরকারি নিয়ম-নীতি প্রবর্তন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষের জন্য সুবিধা তৈরি করা হয়।

বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন প্রশিকার ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি এনালাইসিস এন্ড এডভোকেসি (ইডপা) ও যুক্তরাজ্যের লাবোরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক এক গবেষণায় উদ্ধৃত সংজ্ঞায় বলা হয়, দুর্নীতি হলো যে কোনো কাজ যা আমাদের নৈতিক মানদণ্ড, ঐতিহ্য, আইন ও নাগরিক গুণাবলীর পরিপন্থী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিশ্ব ব্যাংক তার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে প্রণীত দুর্নীতি তত্ত্বকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'অবৈধ' লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। এই তত্ত্বে অসাধু বাজারের কোনো ঠাঁই নেই। হতে পারে, এটা তার কাম্য। 'প্রজাতন্ত্রের' কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসাধুতার সুযোগে গোল্লায় গেছে আমাদের বাজার ব্যবস্থা যা ঐতিহ্যগতভাবে গড়ে উঠেছিল 'নৈতিক অর্থনীতি' কাঠামোর ওপর। রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে উদ্ভূত দুর্নীতির বিভিন্ন স্বরূপ আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফসল। অতএব দুর্নীতি হলো মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের চেতনানাশক।

অস্বীকার করার উপায় নেই, আমাদের সামাজিক দায় ও নৈতিক দায়িত্ববোধে ধস নামার ফলে আমাদের বাজারকে নষ্ট কমলার মতো মনে হয়। পাওয়া যায় প্রাণদায়ী ফলের মাঝে জীবননাশী বিষ। এই বিষ ক্রেতাসাধারণ তুলনামূলকভাবে বেশি টাকা দিয়ে কিনে পান করেন। কিন্তু কে না জানে যে, পচনরোধে মাছের মতো আঙুরসহ বিভিন্ন দামি ফলে ফরমালিনের মতো বিষপ্রয়োগ করা হয়? উঁচু মুনাফা লুটে কিছু ব্যক্তির রাতারাতি ধনী হওয়ার হটকারী উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাশুল দিতে 'স্লো পয়জনিং'য়ের শিকার হচ্ছি আমরা সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ। টাকা দিয়ে কিনছি মারণ বিষ, কিনছি আমাদের ধীর মৃত্যু। এ যেন ফুলের নিচে বিষধর সাপ। তার উদ্যত ফণা দংশনের অপেক্ষায়।

এভাবেই আমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে ঘটেছে এক অদৃশ্য ভাইরাসের সংক্রমণ। কাঠামোর গহীনে তার বাস। গ্রাস করছে চারপাশ। অন্তু-তন্তু সব বিলীন হচ্ছে তার ক্রমপ্রসারমাণ খাদ্যগহ্বরে। ভাইরাস-আক্রান্ত, পচনশীল ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজটা দেখতে এখন এক বিশাল, 'সুন্দর', 'স্বাস্থ্যবান' কমলার মতো। এ যেন কবি ইষধশব-এর দেখা সেই রুগ্ন গোলাপ : %ঊঘএখওঝঐ%'ঞযব রহারংরনষব ড়িৎস/ঃযধঃ ভষরবং

aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি রোধে চাই মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ও প্রজ্ঞাবান নেতৃত্ব

রহ ঃযব হরমযঃ/রহ ঃযব যড়ষিরহম ংঃড়ৎস/ যধং ভড়ঁহফ ড়ঁঃ ঃযু নবফ ড়ভ পৎরসংড়হ লড়ু/ধহফ রিঃয যরং ফধৎশ ংবপৎবঃ ষড়াব/ফড়বং ঃযবু ষরভব ফবংঃৎড়ু.' (ডরষষরধস ইষধশব, এঃযব ঝরপশ জড়ংব)%/ঊঘএখওঝঐ%। বোধ করি, ইষধশব-এর পুনর্জন্ম আসন্ন।

অত্যুক্তি হবে না যদি বলি, দেশে এক নৈতিক দুর্যোগ চলছে, যা ভয়াল প্রাকৃতিক দানব 'সিডর'-এর চেয়েও বিধ্বংসী। গত বছরে (১৫ নভেম্বর ২০০৭ সাল) সংঘটিত সিডর নামের ঘূর্ণিঝড়টি ছিল স্মরণকালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক তাণ্ডব। প্রলয়ংকরী সেই তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয়েছে স্বদেশ। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিশাল জনপদ। বিধ্বস্ত হয়েছে অসংখ্য মানুষ, পশু, পাখি, গাছপালাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ অন্তহীন সমস্যার এই দেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এক প্রায়-অপ্রতিরোধ্য সামাজিক দুর্যোগ। ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির ফলে আমাদের জীবনে বিদ্যমান সংকটগুলো হয়েছে আরো বিস্তৃত ও ঘনীভূত। মনে হচ্ছে, অপ্রাকৃতিক ও দুর্যোগের অভিঘাত প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়েও বিধ্বংসী ও ভয়াবহ।

বস্তুত আমরা এক ভয়ানক মানবিক সংকটের মুখোমুখি। আমাদের মানবিক শরীরে স্ফিংকসের মতো এক অদ্ভুত দানবীয় অস্তিত্বের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটছে। ভাঙন ধরেছে আমাদের মূর্ত-বিমূর্ত চেতনায় ও চেতনার মানদণ্ডে। ভাঙনটি ধরিয়েছে 'উন্নয়ন' নীতির মোড়কে আচ্ছাদিত নিরাপদ হেজাফতে ক্রমাগত বেড়ে ওঠা পরাক্রমশালী দুর্নীতি নামক সামাজিক ভাইরাস। সদা ক্রিয়াশীল এই ভাইরাসটি এখন মূর্তমান ও ধাবমান। দুর্নীতির করাল গ্রাসে নিপতিত স্বদেশ দেখতে যেন এক জীর্ণ-শীর্ণ এইডস রোগী। দুর্নীতির এই জীবাণু ক্যান্সারের মতো বিস্তৃত হচ্ছে সমাজের শিরা-উপশিরায়। অপ্রতিরোধ্য এই ঘাতক যেন শুষে নিচ্ছে সমাজের সমস্ত জীবনীশক্তি। দুর্নীতি-আক্রান্ত সমাজটা যেন প্রেতপুরীতে দণ্ডায়মান এক বিষণ্ন জীবন্ত কঙ্কাল। প্রাণশক্তিহীন। মৃত্যুপথযাত্রী। অন্তিম শয়ানে শায়িত। সহস্র বছরের মিথস্ক্রিয়ায় বিনির্মিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ধ্বংসোন্মুখ ও বিপন্ন। দুর্নীতি এক সামাজিক মহামারীর আকার ধারণ করেছে। ক্রমেই ধাবমান সর্বগ্রাসী এই দানবকে রুখতে পরামর্শ দিয়ে আসছেন সংস্কারকামী ও প্রয়াসী বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকসহ সচেতন নাগরিকরা। তারা বলছেন, দুর্নীতির দাবানল থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য অনিবার্য প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানটির দ্রুত সংস্কার। তারা অব্যাহতভাবে বিভিন্ন আলোচনায় বলছেন, ক্ষয় ধরেছে আমাদের মূল্যবোধে। আমাদের সামনে আশু কর্তব্য হলো, মূল্যবোধের আধুনিকায়ন ও বিকাশ। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষ এটা উপলব্ধি করছেন যে, কেবল দুর্নীতি রোধে আইন প্রণয়ন, সংস্কার ও প্রয়োগ করে সম্মিলিত সম্মুখ পতন ঠেকানো যাবে না। অনুরূপ উপলব্ধি থেকে সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি রুহুল আমিনও বলেছেন, শুধু আইন প্রণয়ন করে দুর্নীতি দমন অসম্ভব। জরুরি হয়ে পড়েছে আমাদের চেতনার সংস্কার।

সংস্কারে 'বদ্ধপরিকর' বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সরকারের সংস্কারসূচির আওতায় দুর্নীতি দমন কমিশন নানা প্রতিষেধক প্রয়োগ করছে এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এগিয়ে নিচ্ছে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন। এই আন্দোলনে শরিক হয়েছেন সিভিল সমাজের নানা পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা, যাদের অনেকেই সামাজিকভাবে সমাদৃত; কিন্তু অভিযোগ রয়েছে কারো কারো বিরুদ্ধে যারা তাদের 'বিতর্কিত' কর্মকাণ্ডের জন্য সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য। একটা সাধারণ অনুমান হচ্ছে, দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে শরিক 'বিতর্কিত' ব্যক্তিদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন কিন্তু সংশয়ী মহলের বক্তব্য হলো, যে সরিষার ভেতরে ভূতের বাস, সে সরিষা দিয়ে কি ভূত তাড়ানো যায়? সরিষা দিয়েই যদি ভূত তাড়াতে হয় তবে সরিষাকে আগে ভূতমুক্ত করতে হবে। সংস্কার উদ্যোগের প্রতি সহানুভূতিশীল নাগরিকদের এই উদ্বেগ তথা পরামর্শ সরকারের উচিত তার সক্রিয় বিবেচনায় রাখা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে গৃহীত উদ্যোগটি সমাজে দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনে এবং এর ধারাবাহিকতায় সমাজের নানা স্তরে গড়ে ওঠে সুনাগরিক—মননশীল, সৃজনশীল ও প্রগতিশীল। দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু নিঃশেষ-প্রায় এই সামাজিক প্রাণশক্তির চাই পুনর্জীবন। চাই তার পরিপূর্ণ বিকাশ। তার জন্য চাই পুনঃসৃজনী-শক্তিসম্পন্ন প্রচণ্ড এক আত্মপ্রত্যয়ী বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। যার সঞ্চারণ ঘটবে সমাজের অণু-পরমাণুতে। সিঞ্চিত হবে মূল্যবোধসম্পন্ন চেতনালোকিত মেধাচালিত প্রজ্ঞাবান নতুন মানুষ। আগামী পৃথিবী তাদেরই। সেই আগামী নাগরিক তৈরির মহান দায়িত্ব নিতে সক্ষম নেতৃত্ব নির্মাণ জাতির সামনে সবচেয়ে বড় জরুরি চ্যালেঞ্জগুলোর একটি।

(সমাপ্ত)